বাংলা আজ যা ভাবে

সংবাদ নয়া জামানা

সান্ধ্য সংস্করণ

২৫ মাঘ ।।১৪৩২।। রবিবার ৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ ।। ১ ম বর্ষ ২৫১ সংখ্যা ।। ৫ পাতা

Naya Jamana Evening Edition.....9 October....adddddddd..._Layout 1 2/8/2026 3:52 PM Page 2

বাংলা আজ যা ভাবে

সংবাদ নয়া জামানা

সান্ধ্য সংস্করণ

২৫ মাঘ ।। ১৪৩২।। রবিবার ৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ ।। ১ ম বর্ষ ২৫১ সংখ্যা ।। ৫ পাতা

দিলীপ ঘোষ উঠতেই ভাঙল মঞ্চের একাংশ! গোসাবায় বিজেপির কর্মসূচিতে বিপত্তি

গালওয়ান সংঘর্ষের এক সপ্তাহ পর গোপনে পরমাণু বোমা পরীক্ষা চিনের! বিস্ফোরক দাবি আমেরিকার

রাশিয়ায় ছুরির কোপ ৪ ভারতীয় পড়ুয়াকে! হামলাকারীর মুখে নাৎসি স্লোগান, দেওয়ালে রক্তের স্বস্তিকা

কংগ্রেস-হুমায়ুন অতীত

শূন্যের গেরো কাটাতে মিম-এর দরজায় সিপিএম!

নয়া জামানা , কলকাতা ঃ আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের আগে পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক সমীকরণ নাটকীয় মোড় নিচ্ছে। মুর্শিদাবাদ ও মালদহের মতো সংখ্যালঘু অধ্যুষিত জেলাগুলিতে পায়ের তলার মাটি ফিরে পেতে এবার কি হায়দরাবাদের আসাদউদ্দিন ওয়েইসির দল মিম-এর শরণাপন্ন হচ্ছে সিপিএম? আলিমুদ্দিন স্ট্রিট আনুষ্ঠানিকভাবে এই সম্ভাবনা অস্বীকার করলেও, মিমের রাজ্য সভাপতি ইমরান সোলাঙ্কির একটি দাবি ঘিরে রাজ্য রাজনীতিতে তীব্র শোরগোল পড়ে গিয়েছে। জানা গেছে, সিপিএম রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিমের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ এক ব্যক্তির তরফে মিম নেতৃত্বের কাছে জোটের প্রাথমিক প্রস্তাব দিয়ে ফোন করা হয়েছে।মিমের রাজ্য সভাপতি ইমরান সোলাঙ্কি ফোনের বিষয়টি সরাসরি স্বীকার করেছেন। তিনি জানিয়েছেন, আমার কাছে ফোন এসেছিল। আমি তখন সভায় ছিলাম। সিপিএমের সঙ্গে নিশ্চয়ই বসব এবং জানতে চাইব ওরা ঠিক কী চাইছে।

কলকাতা বা মুর্শিদাবাদ যেখানে ওরা চাইবে সেখানেই আলোচনা হতে পারে। রাজনৈতিক মহলের মতে, দলের শীর্ষ নেতৃত্বের সবুজ সংকেত ছাড়া মিমের মতো স্পর্শকাতর একটি শক্তির সঙ্গে যোগাযোগের সাহস কোনো নিচুতলার নেতা দেখাবেন না। যদিও মহম্মদ সেলিম এই অভিযোগ উড়িয়ে দিয়েছেন। তাঁর দাবি, বিভিন্ন জঞ্জালকে তাঁদের সঙ্গে জোর করে জুড়ে দেওয়ার চেষ্টা চলছে।বর্তমানে সিপিএমের দশা কার্যত শাঁখের করাত। কংগ্রেস ইতিমধ্যেই জানিয়ে দিয়েছে যে তারা বামেদের সঙ্গে এই নির্বাচনে জোটে থাকছে না। অন্যদিকে, বিতর্কিত নেতা হুমায়ুন কবীরও এখন আলিমুদ্দিনের কাছে ক্লোজড চ্যাপটার। এই পরিস্থিতিতে নতুন জোটসঙ্গী খুঁজতে গিয়ে মহম্মদ সেলিম এখন অকূল পাথারে। বামফ্রন্টের অন্দরেও এ নিয়ে ক্ষোভের আগুন জ্বলছে। শরিক দলগুলোর সোজাসাপ্টা প্রশ্ন মুর্শিদাবাদে লড়াই করতে কেন বারবার কখনও কংগ্রেস, কখনও হুমায়ুন আর এখন মিমের মুখাপেক্ষী হতে হচ্ছে সিপিএমকে? একা জেতার ক্ষমতা হারিয়েই কি সেলিম এভাবে মরিয়া হয়ে জোটসঙ্গী খুঁজে বেড়াচ্ছেন? সিপিএমের এই জোট-তৎপরতাকে নজিরবিহীন আক্রমণ করেছেন তৃণমূলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক কুণাল ঘোষ। তিনি উপহাসের সুরে বলেন, সিপিএম রাজনৈতিক ভিক্ষুকে পরিণত হয়েছে, ভিক্ষাপাত্র হাতে ঘুরছে। একা লড়ার মুরোদ নেই, তাই যত বড় বড় কথা।

হুমায়ুনের মন বুঝতে গিয়েছিলেন সেলিম। সামনে ১৪ ফেব্রুয়ারি, তাই এখন সবার মন বুঝতে তিনি ভ্যালেন্টাইনস ডে-কে কাজে লাগাচ্ছেন।জোটের জটিলতা শুধু মিম বা কংগ্রেসেই সীমাবদ্ধ নয়। নওশাদ সিদ্দিকির আইএসএফ এবার একাই ৫০টি আসনের দাবিতে অনড়, যা ফ্রন্টের অন্দরে নতুন সংকট তৈরি করেছে। শরিকদের এই বিদ্রোহ সামলাতে খোদ বিমান বসুকে আসরে নামতে হয়েছে। এই টালমাটাল পরিস্থিতির মধ্যেই আগামী ১৮ ও ১৯ ফেব্রুয়ারি সিপিএমের রাজ্য কমিটির বৈঠক হতে চলেছে। বিধানসভা ভোটের আগে আসন রফাদফা ও জোটের জট চিরতরে খুলতে এই বৈঠকই এখন বামেদের কাছে তুরুপের তাস।

যৌথ অপারেশনে খতম মাওবাদী কমান্ডর-সহ ৭, শহিদ ১ জওয়ান

নয়া জামানা ডেস্ক ঃ মহারাষ্ট্রের গড়চিরোলি জেলায় পুলিশ ও সিআরপিএফের তিন দিনব্যাপী এক মেগা অভিযানে বড়সড় সাফল্য পেল যৌথ বাহিনী। অভিযানে খতম হয়েছে মাওবাদীদের শীর্ষ কমান্ডার প্রভাকর ওরফে লোকেটি চন্দর রাওসহ মোট সাতজন সশস্ত্র মাওবাদী। তবে রুদ্ধশ্বাস এই লড়াইয়ে প্রাণ হারিয়েছেন সি-৬০ বাহিনীর এক সাহসী জওয়ান।গোপন সূত্রে খবর, ছত্তিশগড় সীমান্ত পেরিয়ে মাওবাদীদের '১০ নম্বর কোম্পানি'র গতিবিধি বৃদ্ধি পেয়েছে। সেই তথ্যের ভিত্তিতে গত ৩ ফেব্রুয়ারি রাতে অভিযান শুরু করে গড়চিরোলি পুলিশের বিশেষ মাওবাদীবিরোধী ইউনিট 'সি-৬০'-এর ১৪টি দল। নারায়ণপুর-গড়চিরোলি সীমান্তের ফোদেওয়াদা গ্রামের কাছে পৌঁছাতেই জওয়ানদের লক্ষ্য করে অতর্কিতে গুলি চালাতে শুরু করে মাওবাদীরা। পাল্টা জবাব দেয় বাহিনীও। শুরু হয় গুলির সংঘর্ষ।টানা তিন দিনের এই অভিযানে এখনও পর্যন্ত চারজন পুরুষ ও তিনজন মহিলা মাওবাদীর মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। এর মধ্যে অন্যতম প্রধান সাফল্য হল ২৫ লক্ষ টাকা পুরস্কার ঘোষিত মাওবাদী নেতা প্রভাকরের মৃত্যু। তেলেঙ্গানার বাসিন্দা প্রভাকর মাওবাদীদের পশ্চিম সাব-জোনাল ব্যুরো এবং 'কোম্পানি নং ১০'-এর ইনচার্জ ছিলেন। ঘটনাস্থল থেকে তিনটি একে-৪৭ রাইফেলসহ বিপুল পরিমাণ অস্ত্রশস্ত্র উদ্ধার করেছে পুলিশ। নিহত বাকি ছয়জনের পরিচয় জানার চেষ্টা চলছে।অপারেশন সফল হলেও শোকের ছায়া নেমেছে নিরাপত্তা বাহিনীতে। মাওবাদীদের সঙ্গে গুলির লড়াইয়ে শহিদ হয়েছেন ৩৮ বছর বয়সী সি-৬০ জওয়ান দীপক চিন্না মাডভি। এছাড়া যোগা মাদভি নামে আরও এক জওয়ান গুরুতর জখম হয়েছেন। বর্তমানে তিনি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন এবং তাঁর অবস্থা স্থিতিশীল বলে জানানো হয়েছে।গড়চিরোলি পুলিশ জানিয়েছে, ওই এলাকায় এখনও চিরুনি তল্লাশি চালানো হচ্ছে যাতে অবশিষ্ট কোনও মাওবাদী লুকিয়ে থাকতে না পারে।

ঐক্যবদ্ধ হলে পাশে থাকবে বিশ্ব হিন্দু সমাজ

বাংলাদেশের পরিস্থিতি নিয়ে হুংকার আরএসএস প্রধানের

নয়া জামানা ডেস্ক ঃ বাংলাদেশে চলমান রাজনৈতিক অস্থিরতা ও সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়ের ওপর ক্রমবর্ধমান হামলার ঘটনায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের সরসঙ্ঘচালক মোহন ভাগবত। রবিবার মুম্বইতে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে তিনি সাফ জানান, বাংলাদেশের ১.২৫ কোটি হিন্দু যদি নিজেদের অধিকার রক্ষায় ঐক্যবদ্ধ হয়ে লড়াই করেন, তবে বিশ্বের প্রতিটি প্রান্তের হিন্দুরা তাঁদের পাশে দাঁড়াবেন।ভাগবত তাঁর বক্তব্যে জোর দিয়ে বলেন যে, আত্মরক্ষা ও অধিকার আদায়ের প্রাথমিক শক্তি আসে ভেতর থেকে। তাঁর কথায়, বাংলাদেশে প্রায় ১.২৫ কোটি হিন্দু বসবাস করেন। তাঁরা যদি ঐক্যবদ্ধ হন, তবেই বিশ্বজুড়ে হিন্দুদের সমর্থন ও সাহায্য নিশ্চিত হবে। প্রতিবেশী রাষ্ট্রে হিন্দুদের কোণঠাসা অবস্থার প্রেক্ষিতে এই বার্তাকে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল।২০২৪ সালের জুলাই মাস থেকে ছাত্র আন্দোলনের জেরে উত্তাল বাংলাদেশ। শেখ হাসিনা সরকারের পতনের পর মহম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তীকালীন সরকার দায়িত্ব নিলেও পরিস্থিতির বিশেষ উন্নতি হয়নি। বরং কট্টরপন্থীদের দাপট বেড়েছে আশঙ্কাজনকভাবে। সম্প্রতি ছাত্রনেতা ওসমান হাদি খুনের ঘটনাকে কেন্দ্র করে সংবাদমাধ্যমের দপ্তরে ভাঙচুর এবং সাংস্কৃতিক কেন্দ্র 'ছায়ানট'-এ তাণ্ডব চালানোর মতো ঘটনা ঘটেছে।সবচেয়ে শিউরে ওঠার মতো ঘটনাটি ঘটে সংখ্যালঘু যুবক দীপু দাসের ক্ষেত্রে।

Naya Jamana Evening Edition.....9 October....adddddddd..._Layout 1 2/8/2026 3:52 PM Page 3

কক্ষপথে নতুন গুপ্তচর ভারতের !

নয়া জামানা ডেক্স ঃ ভারতের বড় আবিষ্কার, এবার মহাকাশের কক্ষপথেও নজরদারি চালাবে দেশ। যাকে বলা হয়ে থাকে কক্ষপথে স্ন্যুপিং, এবার তাই করবে ভারত।

সর্বভারতীয় সংবাদ মাধ্যম সূত্রে খবর তেমনটাই। তথ্য, আহমেদাবাদ-ভিত্তিক আজিস্তা ইন্ডাস্ট্রিজ প্রাইভেট লিমিটেড তার এরোপ্সেস ভার্টিক্যালের মাধ্যমে অন্য একটি উপগ্রহ থেকে কক্ষপথ এবং সেখানে উপস্থিত যে কোনও বস্তুর ছবি তোলার জন্য একটি নতুন স্বদেশী ক্ষমতা প্রদর্শন করেছে, যা কোনও ভারতীয় বেসরকারি খাতের জন্য প্রথম এবং ভারতের মহাকাশ পরিস্থিতিগত সচেতনতা জোরদার করার দিকে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ বলে মত ওয়াকিবহাল মহলের। ৮০ কিলোগ্রামের পৃথিবী-পর্যবেক্ষণ উপগ্রহ এ এফ আর ব্যবহার করে, আজিস্তা ৩ ফেব্রুয়ারি দুটি পরিকল্পিত পরীক্ষার সময় আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশন -এর ছবি সফলভাবে তুলতে পেরেছে। যদিও ইই এস এস নিম্ন-পৃথিবী কক্ষপথে সবচেয়ে দৃশ্যমান এবং সহযোগিতামূলক লক্ষ্যবস্তুগুলির মধ্যে একটি,তবু ভারতের এই আবিষ্কার নিয়ে চর্চা এই মুহূর্তে নানা স্তরে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য, দুটি ভিন্ন সময়ে, দুটি ছবি তোলা হয়েছে এই মাধ্যমে।

প্রথমবার পাসটি প্রায় ৩০০ কিলোমিটার দূরত্বে ছবি তুলতে সক্ষম হয়, তারপরে দ্বিতীয়টি প্রায় ২৪৫ কিলোমিটার দূরত্বে।দুটি ক্ষেত্রেই, এ এফ আর উপগ্রহের সেন্সরকে দ্রুত গতিশীল আই এস এস ট্র্যাক করার জন্য দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। তথ্য, প্রায় ২.২ মিটার ইমেজিং নমুনা সহ মোট ১৫টি স্বতন্ত্র ফ্রেম ক্যাপচার করা হয়েছিল। সংস্থাটি জানিয়েছে, দুই ভিন্ন সময়ে, ভিন্ন দূড়ত্ব থেকে পৃথক ছবি তোলার বিষয়ে, দুই ক্ষেত্রেই সাফল্য এসেছে ১০০ শতাংশ, এর ট্র্যাকিং অ্যালগরিদম এবং ইলেক্ট্রো-অপটিক্যাল ইমেজিং নির্ভুলতা যাচাই করেছে বলেও জানা গিয়েছে। সর্বভারতীয় সংবাদমাধত্যম সূত্রে খবর, এই কাজ সফলভাবে সম্পন্ন করার পর, আজিস্তার ব্যবস্থাপনা পরিচালক শ্রীনিবাস রেড্ডি সংবাদমাধ্যমে জানিয়েছেন, এ এফ আর উন্নত ইমেজিং এবং রিমোট-সেন্সিং সমাধান-সহ একাধিক গ্রাহককে সমর্থন করে এবং এখন সম্পূর্ণরূপে দেশীয় সিস্টেম ব্যবহার করে নন-আর্থ ইমেজিং প্রদর্শন করেছে। এই প্রযুক্তিগুলি কক্ষপথে বস্তুর সুনির্দিষ্ট ট্র্যাকিং এবং চরিত্রায়ন সক্ষম করে।

সঙ্গেই তিনি জানিয়েছেন এই প্রযুক্তির মাধ্যমে ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র পর্যবেক্ষণ করা যেতে পারে। ভারত বর্তমানে ৫০টিরও বেশি উপগ্রহ পরিচালনা করে, যার সম্মিলিত মূল্য ৫০,০০০ কোটি টাকারও বেশি। এই উপগ্রহগুলি যোগাযোগ, নেভিগেশন, পৃথিবী পর্যবেক্ষণ এবং কৌশলগত প্রয়োগের ক্ষেত্রে বিস্তৃত।

এই সম্পদগুলিকে রক্ষা করার জন্য, এই ভূ-রাজনৈতিক উত্তেজনার সময়কালে, কক্ষপথে অন্যান্য উপগ্রহগুলি কী করছে, সে সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য প্রয়োজন। যদিও ইসরো এর আগেও এই ধরনের ক্ষমতা প্রদর্শন করেছে। অ্যাজিস্টা-এর প্রচেষ্টা বেসরকারি খাত দ্বারা চালিত একটি নতুন পদ্ধতির নতুন রাস্তা খুলে দেয়।

বিশ্বযুদ্ধের বোমা আটকে রোগীর পায়ুদ্বারে !

নয়া জামানা ডেক্স ঃ ফ্রান্সের তুলুজ শহরের রঁগুইল হাসপাতালের অ্যাক্সিডেন্ট অ্যান্ড ইমার্জেন্সি বিভাগে গত শনিবার (৩১ জানুয়ারি) এক অভাবনীয় ঘটনায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়ায়। প্রবল অস্বস্তি ও যন্ত্রণায় ভুগতে থাকা ২৪ বছরের এক যুবক হাসপাতালে পৌঁছন। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে জানা যায়, তিনি নিজের মলদ্বারে একটি বড় আকারের বস্তু ঢুকিয়েছিলেন। জরুরি অস্ত্রোপচারের সময় চিকিৎসকরা যে জিনিসটি উদ্ধার করেন, তা দেখে কার্যত স্তম্ভিত হয়ে যান সবাই, এটি ছিল প্রথম বিশ্বযুদ্ধের (১৯১৪,১৯১৮) সময়কার একটি আট ইঞ্চি লম্বা আর্টিলারি শেল, অর্থাৎ যুদ্ধের গোলা।ঘটনাটি সামনে আসতেই হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ সঙ্গে সঙ্গে সতর্কতা জারি করে। কারণ, গোলাটি বিস্ফোরিত হয়নি অর্থাৎ এটি ছিল জীবন্ত গোলা। পরিস্থিতির গুরুত্ব বুঝে তৎক্ষণাৎ বোমা নিষ্ক্রিয়কারী দল এবং দমকল বাহিনীকে ডাকা হয়। নিরাপত্তার স্বার্থে হাসপাতালের একটি বড় অংশ খালি করে দেওয়া হয় এবং পুরো চিকিৎসাকেন্দ্রের চারদিকে নিরাপত্তা বলয় তৈরি করা হয়। এক পুলিশ সূত্র সংবাদমাধ্যমকে জানায়, রোগী অত্যন্ত যন্ত্রণাকাতর অবস্থায় হাসপাতালে আসে। জরুরি অস্ত্রোপচারের সময় মলদ্বার থেকে যে বস্তুটি পাওয়া যায়, সেটি প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়কার একটি

আর্টিলারি শেল। যেহেতু সেটি বিস্ফোরিত হয়নি, তাই বড় ধরনের ঝুঁকি ছিল।বোমা নিষ্ক্রিয়কারী বিশেষজ্ঞরা দীর্ঘক্ষণ পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর নিশ্চিত হন যে পুরনো ব্রাস ও কপারের তৈরি এই গোলাটি তাৎক্ষণিকভাবে বিস্ফোরণের ঝুঁকি তৈরি করবে না। এরপর অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে সেটি হাসপাতাল প্রাঙ্গণ থেকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। দমকল বাহিনী পুরো সময় জুড়ে প্রস্তুত অবস্থায় ছিল, যাতে কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটলে সঙ্গে সঙ্গে ব্যবস্থা নেওয়া যায়।অস্ত্রোপচারের পর ওই যুবককে

র্যবেক্ষণে রাখা হয়েছে এবং তিনি ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে উঠছেন বলে হাসপাতাল সূত্রে খবর। তবে কীভাবে এই যুদ্ধকালীন গোলা তাঁর শরীরে প্রবেশ করল, সে বিষয়ে এখনও স্পষ্ট কোনও তথ্য পাওয়া যায়নি। ফরাসি প্রশাসন জানিয়েছে, চলতি সপ্তাহেই ওই যুবককে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।কিছু ফরাসি সংবাদমাধ্যমের দাবি, এটি কোনও পার্টি বা মদ্যপ অবস্থায় করা 'স্টান্ট' হতে পারে, যা নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। যদিও এই দাবি সরকারি ভাবে নিশ্চিত করা হয়নি। এদিকে, প্রসিকিউটররা বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে দেখছেন এবং 'ক্যাটাগরি এ মিউনিশন';

অর্থাৎ অত্যন্ত বিপজ্জনক যুদ্ধাস্ত্র; অবৈধভাবে রাখার ও ব্যবহারের অভিযোগে তাঁর বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ নেওয়া হবে কি না, তা বিবেচনা করা হচ্ছে।উল্লেখযোগ্য যে, প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন পশ্চিম ফ্রন্টে ব্রিটিশ ও ফরাসি সেনাদের বিরুদ্ধে ইম্পেরিয়াল জার্মান বাহিনী লক্ষ লক্ষ আর্টিলারি শেল ব্যবহার করেছিল।

এক শতাব্দীরও বেশি সময় পর সেই যুদ্ধেরই একটি অবশিষ্ট গোলা এভাবে একটি আধুনিক হাসপাতালের জরুরি বিভাগে আতঙ্ক ছড়াবে;এ কথা কেউ কল্পনাও করেনি।

রাতে আলো জ্বালিয়ে ঘুমোলে হতে পারে শরীরের মারাত্মক ক্ষতি

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ প্রত্যের মানুষের ঘুমের অভ্যাস আলাদা হয়। কেউ ঘর অন্ধকার করে শুতে পছন্দ করেন। কারওর হালকা নীল বা সবুজ রঙের মায়াবি আলো না জ্বালিয়ে রাখলে ঘুম আসতে চায় না। কিন্তু জানেন কি ঘুমানোর সময় আলো জ্বালিয়ে রাখলে শরীরের উপর বড় প্রভাব পড়তে পারে। অজান্তেই শরীরে বাসা বাঁধতে পারে বহু জটিল রোগ। গবেষণায় উঠে এসেছে এমনই চাঞ্চল্যকর তথ্য। বিশেষজ্ঞদের মতে, আমাদের শরীরে একটি স্বাভাবিক জৈব ঘড়ি রয়েছে, যাকে বলা হয় সার্কেডিয়ান রিদম। এই ঘড়ি আলো ও অন্ধকারের উপর ভিত্তি করে কাজ করে। রাতে অন্ধকার হলেই শরীর থেকে মেলাটোনিন নামে একটি হরমোন নিঃসৃত হয়, যা ভাল ঘুমের জন্য অত্যন্ত জরুরি। কিন্তু ঘরে আলো জ্বালানো থাকলে এই হরমোনের নিঃসরণ কমে যায়। ফলে ঘুম ঠিকমতো হয় না, মাঝরাতে ঘুম ভেঙে যায় বা সকালে ঘুম ভাঙার পরেও ক্লান্তি থেকে যায়। গবেষণায় আরও দেখা গিয়েছে, রাতে আলো জ্বালিয়ে ঘুমালে হৃদরোগ ও উচ্চ রক্তচাপের ঝুঁকি বেশি হতে পারে। আলোতে ঘুমানোর ফলে শরীরে স্ট্রেস হরমোন বেড়ে যায়, যার প্রভাব পড়ে হৃদযন্ত্র ও রক্তনালীর উপর। দীর্ঘদিন এই অভ্যাস চললে হার্ট অ্যাটাক বা স্ট্রোকের আশঙ্কাও বাড়তে পারে বলে মত চিকিৎসকদের। শুধু তাই নয়, আলোতে ঘুমানোর ফলে ঘুমের গুণমান খারাপ হয়। ফলে ওজন বৃদ্ধি, ডায়াবেটিস, মনমরা ভাব ও ডিপ্রেশনের ঝুঁকিও বাড়তে পারে। পর্যাপ্ত গভীর ঘুম না হলে শরীর নিজেকে ঠিকভাবে মেরামত করতে পারে না, যার প্রভাব পড়ে সার্বিক স্বাস্থ্যের উপর।বিশেষজ্ঞরা আরও বলছেন, শুধু ঘরের আলো নয়, রাতে মোবাইল, টিভি বা ল্যাপটপের আলোও একই রকম ক্ষতিকর। এই সব যন্ত্র থেকে নির্গত নীল আলো মেলাটোনিন নিঃসরণে সবচেয়ে বেশি বাধা দেয়।

তাই শোওয়ার অন্তত এক ঘণ্টা আগে এসব ব্যবহার বন্ধ করা শ্রেয়।কী করলে সমস্যা কমবে? চিকিৎসকদের পরামর্শ অনুযায়ী, রাতে ঘুমোনোর সময় ঘর যতটা সম্ভব অন্ধকার রাখা উচিত। বাইরে থেকে আলো এলে পর্দা ব্যবহার করা যেতে পারে। অন্ধকারে ভয় পেলে খুব হালকা আলো ব্যবহার করতে পারেন, তবে তা যেন সরাসরি চোখে না পড়ে।

Naya Jamana Evening Edition.....9 October....adddddddd..._Layout 1 2/8/2026 3:52 PM Page 4

বিরোধী শিবিরে ধস, তৃণমূলে যোগদানের ঢল

নয়া জামানা , মালদহ ঃ কালিয়াচক-২ ব্লকের রাজনগর অঞ্চলে বিরোধী শিবিরে বড়সড় ভাঙ্গন ধরিয়ে শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করলেন শতাধিক পরিবার। এদিন রাজনগর অঞ্চলের অন্তর্গত ১৬৬ নং বুথের বরমত্তর গ্রাম থেকে কংগ্রেস ও বিজেপির নেতা-কর্মীরা আনুষ্ঠানিকভাবে দলত্যাগ করেন। দলত্যাগীদের মধ্যে স্থানীয় কংগ্রেস ও বিজেপি দলের সহ-সভাপতিও রয়েছেন।অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে নবাগতদের হাতে দলীয় পতাকা তুলে দিয়ে স্বাগত জানান রাজ্যের রাষ্ট্রমন্ত্রী তথা মোথাবাড়ী বিধানসভার বিধায়ক সাবিনা

ইয়াসমিন। দলত্যাগীদের দাবি, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আদর্শ এবং রাজ্যের উন্নয়নমূলক কাজে অনুপ্রাণিত হয়েই তাঁরা এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।এই যোগদানের ফলে স্থানীয় এলাকায় তৃণমূল কংগ্রেস সাংগঠনিকভাবে আরও শক্তিশালী হল বলে দাবি নেতৃত্বের।

বিজেপি সাংসদের নামে পোস্টার ! রাজনৈতিক তরজা তুঙ্গে

শিবম দেবনাথ , নয়া জামানা, নদিয়া ঃ কেন্দ্রীয় বস্ত্রমন্ত্রী গিরিরাজ সিংয়ের নদীয়া সফরের ঠিক আগেই উত্তপ্ত উঠল শান্তিপুর। রবিবার সকালে শহরজুড়ে বিজেপি সাংসদ জগন্নাথ সরকারের বিরুদ্ধে একাধিক পোস্টার ঘিরে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। শান্তিপুরের বিভিন্ন মোড়ে ও এলাকায় দেখা যায় এই 'শান্তিপুরের গদ্দার জগন্নাথ সরকার' পোস্টারগুলি।রবিবার দুপুরে শান্তিপুরে একটি দলীয় কর্মসূচিতে যোগ দেওয়ার কথা ছিল কেন্দ্রীয় মন্ত্রী গিরিরাজ সিংয়ের। কিন্তু তাঁর পৌঁছানোর কয়েক ঘণ্টা আগেই গোটা শহর ছেয়ে যায় সাংসদ বিরোধী পোস্টারে। স্থানীয়

বাসিন্দারা সকালে এই পোস্টারগুলি লক্ষ্য করেন, যা মুহূর্তের মধ্যে এলাকায় রাজনৈতিক উত্তেজনার সৃষ্টি করে। বিজেপি সাংসদ জগন্নাথ সরকার এই ঘটনাকে সরাসরি রাজনৈতিক চক্রান্ত বলে অভিহিত করেছেন। তাঁর দাবি, বিজেপির ভাবমূর্তি নষ্ট করতে এবং কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর সফরের আগে বিভ্রান্তি ছড়াতে বিরোধী দল পরিকল্পিতভাবে এই চক্রান্ত করেছে।অন্যদিকে, তৃণমূল শিবিরের পক্ষ থেকে দাবি, সাধারণ মানুষ সাংসদকে পাশে পাচ্ছেন না বলেই এই ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে।এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে শান্তিপুর রাজনৈতিক উত্তাপ তুঙ্গে। এই পোস্টার রাজনীতিকে কেন্দ্র করে শাসক ও বিরোধী শিবিরের মধ্যে শুরু হয়েছে তীব্র বাক্যযুদ্ধ।

টুকলির নয়া ট্রেন্ড এআই! পরীক্ষাকেন্দ্রে মোবাইল নিয়ে ঢুকে ধৃত ১২

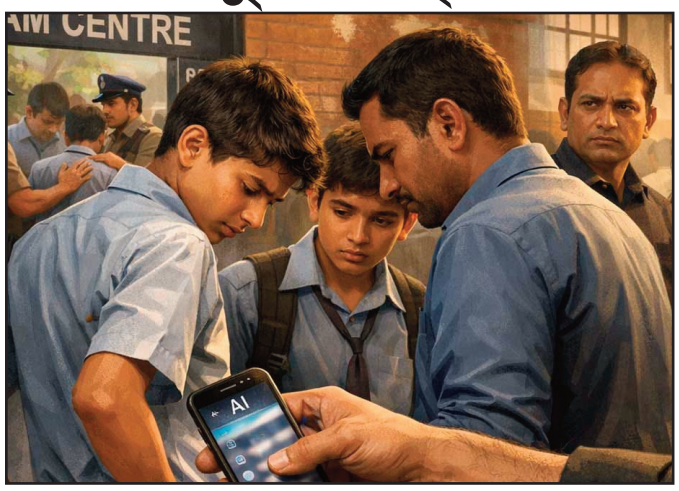

নয়া জামানা, কলকাতা ঃ মাইক্রো জেরক্স বা চিরকুটের দিন শেষ, মাধ্যমিকের টুকলিতে এবার থাবা বসাল এআই। শনিবার ভূগোল পরীক্ষা চলাকালীন রাজ্যজুড়ে মোবাইল-সহ মোট ১২ জন পরীক্ষার্থী ধরা পড়ে, যাদের মধ্যে ১১ জনই সরাসরি এআই ব্যবহার করে উত্তর খুঁজছিল বলে পর্ষদ সূত্রে খবর।

প্রযুক্তির এই নেতিবাচক ব্যবহার জীবনের প্রথম বড় পরীক্ষায় বসা 'জেন-জি' পরীক্ষার্থীদের সততা নিয়ে বড় প্রশ্ন তুলে দিয়েছে।মধ্যশিক্ষা পর্ষদের পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী, এবারের পরীক্ষায় মোবাইল নিয়ে ধরা পড়া ছাত্রছাত্রীদের সিংহভাগই এআই প্রযুক্তির সাহায্য নিয়েছে। এমনকি দলবদ্ধভাবে এই জালিয়াতি করার প্রবণতাও লক্ষ্য করা গেছে।শনিবার কলকাতার বদরতলা হাই স্কুলে গার্ডেনরিচ কেশোরাম কটন মিলস হাই স্কুলের চারজন ছাত্র একসঙ্গে ধরা পড়ে। এছাড়া কোচবিহার, পশ্চিম বর্ধমান, হুগলি ও বাঁকুড়া থেকেও একই অভিযোগে পরীক্ষার্থীদের বহিষ্কার করা হয়েছে।

অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মোবাইল ফোনগুলো জুতোর ভেতরে লুকিয়ে কেন্দ্রে আনা হয়েছিল।টুকলি রুখতে পর্ষদ যখন হিমশিম খাচ্ছে, তখন খোদ পরিদর্শকের বিরুদ্ধেই উঠেছে সাহায্য করার অভিযোগ। শুক্রবার মালদহের মানিকচক বিএসএস হাই স্কুলে এক গণিত শিক্ষককে উত্তর বলে দেওয়ার অপরাধে সাসপেন্ড করা হয়েছে। সিসিটিভি ফুটেজে দেখা যায়, পর্ষদের কাগজেই উত্তর লিখে তিনি ছাত্রদের দিচ্ছিলেন। তাঁর বিরুদ্ধে ২১৪-এর ২২ ধারা অনুযায়ী বিভাগীয় পদক্ষেপ করা হচ্ছে।

বিশ্ব শান্তি কামনায় শান্তি র‍্যালি ও শিব জয়ন্তী উৎসব

বাবলু রহমান, নয়া জামানা, জলপাইগুড়ি ঃ বিশ্ব শান্তি ও মানবকল্যাণের বার্তা নিয়ে ধূপগুড়িতে পালিত হল প্রজাপিতা ব্রহ্মকুমারী ঈশ্বরীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ৯০তম বর্ষ শিব জয়ন্তী উৎসব। রবিবার সকালে ধূপগুড়ি শহরে আয়োজন হয় এক শান্তি র‍্যালির, যা মানুষের মধ্যে শান্তি, ঐক্য ও আধ্যাত্মিক চেতনার বার্তা পৌঁছে দেয়। রবিবার সকালে ধূপগুড়ি শহরের মিলপাড়া এলাকা থেকে শান্তি র‍্যালির সূচনা হয়। শ্বেতবস্ত্রধারী ব্রহ্মকুমারী ও ব্রহ্মকুমারেরা শান্তি ও মানবকল্যাণের বার্তা সম্বলিত প্ল্যাকার্ড হাতে নিয়ে শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করেন। র‍্যালিটি ধূপগুড়ির বিভিন্ন এলাকা ঘুরে সাধারণ মানুষের মধ্যে শান্তি ও সম্প্রীতির আহ্বান জানায়।র‍্যালি শেষে ব্রহ্মকুমারী সেন্টারে শিববাবার পতাকা উত্তোলন করা হয়। এরপর শুরু হয় শিব জয়ন্তী উপলক্ষে বিশেষ ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানে ভক্তিমূলক পরিবেশে শিবরাত্রির আধ্যাত্মিক তাৎপর্য তুলে ধরা

হয়। পাশাপাশি উপস্থিত সকলের জন্য সমবেত 'ব্রহ্মাভোজন'-এর আয়োজন করা হয় বলে ব্রহ্মকুমারী সেন্টারের পক্ষ থেকে জানানো হয়।অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখ তে গিয়ে ব্রহ্মকুমারী বিশ্ববিদ্যালয়ের ধূপগুড়ি শাখার ইনচার্জ বিকে প্রীতি বলেন, বর্তমান কলিযুগের এই সংকটময় সময়ে মানুষের জীবনে অশান্তি ও অজ্ঞানতা বেড়ে চলেছে। এই অন্ধকার দূর করতেই পরমপিতা পরমাত্মা শিব ঈশ্বরীয় জ্ঞান নিয়ে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়েছেন। তিনি বলেন, শিবরাত্রির 'রাত্রি' শব্দটি অজ্ঞানতার প্রতীক এবং রাজযোগ মেডিটেশন ও আধ্যাত্মিক জ্ঞানের মাধ্যমেই মানুষ প্রকৃত শান্তি ও মুক্তির পথ খুঁজে পেতে পারে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট চিকিৎসক ডক্টর পিনাকি সরকার, বিশিষ্ট সাংবাদিক প্রদ্যুত দাস, ধূপগুড়ির বিশিষ্ট ব্যবসায়ী কার্তিক দাস, মনোজ রায় সহ আরও বহু সমাজসেবী ও বিশিষ্ট ব্যক্তি। তাঁদের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠানটি আরও তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে ওঠে। এদিন ব্রহ্মকুমারী বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে সাধারণ মানুষের জন্য বিশেষ ঘোষণাও করা হয়। যে কোনও আগ্রহী ব্যক্তি ধূপগুড়ি সেন্টারে এসে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে আধ্যাত্মিক জ্ঞান ও রাজযোগ মেডিটেশনের শিক্ষা গ্রহণ করতে পারবেন।পাশাপাশি আগামী সোমবার থেকে একটি বিশেষ সাত দিনের আধ্যাত্মিক প্রশিক্ষণ কোর্স শুরু হতে চলেছে, যা সকলের জন্য উন্মুক্ত থাকবে।বিশ্ব শান্তি ও অন্তরের শক্তি জাগ্রত করার এই আহ্বানে ধূপগুড়ি ও সংলগ্ন এলাকার মানুষের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ ও সাড়া লক্ষ্য করা গেছে।

জঙ্গলমহলে কুড়মি ক্ষোভ ! শাসকদলকে রুখতে কুড়মি যৌথ মঞ্চ

নয়া জামানা , পুরুলিয়া ঃ আসন্ন নির্বাচনে জঙ্গলমহলে কুড়মি ভোটব্যাঙ্ক ধরে রাখা শাসকদলের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ । কুড়মি জনজাতিকে আদিবাসী তালিকাভুক্ত করার দীর্ঘদিনের দাবি পূরণ না হওয়ায় এবার তৃণমূলকে সরাসরি 'উল্টা গুনতি'র হুঁশিয়ারি দিল নবগঠিত কুড়মি যৌথ মঞ্চ। শনিবার বাঁকুড়ার সিমলাপালের হরিণটুলিতে ছোটনাগপুর আদিবাসী কুড়মি সমাজ, পূর্বাঞ্চল আদিবাসী কুড়মি সমাজ এবং বাইসি কুটুম মিলে এই যৌথ মঞ্চ গঠন করে।মঞ্চের শীর্ষ নেতা সুজিত মাহাতো জানিয়েছেন, তৃণমূলের নির্বাচনী ইস্তাহারে কুড়মিদের আদিবাসী তালিকাভুক্তির দাবি না থাকলে ফল ভুগতে হবে শাসকদলকে। তবে এই যৌথ মঞ্চে বড় কিছু সংগঠনকে পাশে না পাওয়ায় রাজনৈতিক মহলে জল্পনা তৈরি হয়েছে। কুড়মি সমাজ (পশ্চিমবঙ্গ) বা কুড়মি সেনার মতো প্রভাবশালী সংগঠনগুলি এই মঞ্চে না থাকলেও, তারা আদিবাসী কুড়মি সমাজের মূল মানতা অজিত প্রসাদ মাহাতোর 'তৃণমূলকে একটি ভোটও নয়';এই ডাকের প্রতিই বেশি আস্থাশীল বলে মনে করা হচ্ছে।অন্যদিকে, অজিত মাহাতোর সংগঠন তৃণমূলের উপর থেকে সম্পূর্ণ ভরসা তুলে নিলেও বিজেপির জন্য একটি শর্ত খোলা রেখেছে। তাদের দাবি, নির্বাচনের আচরণবিধি চালুর আগে কুড়মালি ভাষাকে সংবিধানের অষ্টম তফসিলে অন্তর্ভুক্ত করলে তারা বিজেপিকে সমর্থনের কথা ভাববে।তৃণমূল নেতা শান্তিরাম মাহাতো অবশ্য বিষয়টিকে কেন্দ্রের এক্তিয়ারভুক্ত বলে দায় ঝেড়ে ফেলেছেন। পাল্টা জবাবে অজিত মাহাতো অভিযোগ করেন, রাজ্য সরকার যথাযথ 'কমেন্ট-জাস্টিফিকেশন' না পাঠিয়ে শুধু টালবাহানা করছে।

সংবাদ নয়া জামানা সান্ধ্য দৈনিক পত্রিকার জন্য পশ্চিমবঙ্গের প্রতিটি জেলা ও মহকুমা থেকে সাংবাদিক প্রয়োজন। যোগাযোগ ৮৯২৭৭৮৮১০৪

Naya Jamana Evening Edition.....9 October....adddddddd..._Layout 1 2/8/2026 3:52 PM Page 5

মহদিপুরের মাটি থেকে মানুষের হৃদয়ে

জনসেবার আলোকবর্তিকা প্রসেনজিৎ

টিনা প্রামানিক ।। নয়া জামানা ।। মালদা

রাজনীতি মানেই কি শুধুই ক্ষমতার লড়াই ? নেতৃত্ব মানেই কি কেবল পদ আর প্রভাব ?

এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গেলে মালদার ইংরেজবাজারের মহদিপুরে একটি নাম বারবার উচ্চারিত হয়-প্রসেনজিৎ ঘোষ। কারও অসুস্থতায় হাসপাতালে দৌড়ঝাঁপ, কারও পড়াশোনার খরচ জোগানো, উৎসবে হাজারো মানুষের হাতে নতুন পোশাক তুলে দেওয়া কিংবা বিপদে পড়া পরিযায়ী শ্রমিকের পাশে দাঁড়ানো-প্রতিদিনের এমন অসংখ্য ছোট ছোট কাজ মিলিয়েই তিনি গড়ে তুলেছেন নিজের পরিচয়। তিনি কেবল একজন রাজনৈতিক কর্মী নন, তিনি অনেকের কাছে ভরসার নাম, আশ্রয়ের ঠিকানা, এক 'ঘরের ছেলে'।এক সাধারণ পরিবার থেকে উঠে এসে কীভাবে জনমানসে অসাধারণ হয়ে ওঠা যায় তার এক জীবন্ত উদাহরণ আজ প্রসেনজিৎ ঘোষ।

শেকড়ে গাঁথা জীবন,বাবার আদর্শে বড় হওয়া

প্রতিটি মানুষের জীবনের ভিত গড়ে ওঠে পরিবার থেকে। প্রসেনজিৎ ঘোষের ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম নয়।মহদিপুরের এক পরিচিত ব্যবসায়ী পরিবারে জন্ম তাঁর। পিতা প্রয়াত রামচন্দ্র ঘোষ শুধু ব্যবসায়ী ছিলেন না,ছিলেন সমাজমুখী এক মানুষ। মহদিপুর এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের আমৃত্যু সভাপতি হিসেবে এলাকার ব্যবসায়ী সমাজকে এক সুতোয় বেঁধে রেখেছিলেন তিনি।

মানুষের বিপদে ছুটে যাওয়াটা তাঁর স্বভাব ছিল। বাড়ির দরজা কখনও বন্ধ থাকত না সাহায্যপ্রার্থীদের জন্য। সেই পরিবেশেই বড় হয়েছেন প্রসেনজিৎ। ছোটবেলা থেকেই দেখেছেন-মানুষের পাশে দাঁড়ানোই প্রকৃত ধর্ম।দুই ভাই ও দুই বোনের মধ্যে তৃতীয় সন্তান প্রসেনজিৎ। পড়াশোনা মহদিপুর হাইস্কুলে। ছাত্রজীবন থেকেই ছিলেন মিশুক, দায়িত্ববান এবং সংগঠকসুলভ। বন্ধুদের মধ্যে নেতৃত্ব দেওয়ার স্বভাব ছিল স্বতঃস্ফূর্ত।উচ্চমাধ্যমিক পাশ করার পর অনেকেই যখন নিজের ভবিষ্যৎ নিয়ে ব্যস্ত তখনই তিনি ভাবতে শুরু করেন সমাজের জন্য কিছু করার কথা। সেই ভাবনাই ধীরে ধীরে তাঁকে টেনে আনে জনজীবনের ময়দানে।

রাজনীতির পথে প্রথম পদক্ষেপ ঃ ক্ষমতা নয়,মানুষের সেবা

প্রসেনজিতের কাছে রাজনীতি কখনও পেশা বা ক্ষমতার সিঁড়ি ছিল না। বরং তিনি রাজনীতিকে দেখেছেন একটি মাধ্যম হিসেবে- মানুষের সমস্যার সমাধান করার একটি প্ল্যাটফর্ম হিসেবে। ২০১১ সালে সাবিত্রী মিত্রের হাত ধরে তাঁর তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান। সেই শুরু।

তারপর আর পিছনে ফিরে তাকাতে হয়নি।ধাপে ধাপে সাংগঠনিক দক্ষতা, পরিশ্রম ও মানুষের সঙ্গে নিবিড় যোগাযোগ তাঁকে তুলে এনেছে নেতৃত্বের জায়গায়।

দায়িত্বের সিঁড়ি

২০১২, ২০১৩ ও ২০১৭ সালে তৃণমূলের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সাংগঠনিক দায়িত্ব

২০২২ সালে ইংরেজবাজার ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সহ সভাপতি

২০২২ থেকে ২০২৫-মালদা জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক

এই পথচলা কিন্তু সহজ ছিল না। দিনের পর দিন মানুষের বাড়ি বাড়ি যাওয়া, কর্মীদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা, সমস্যার সমাধান করা-নিঃশব্দে কাজ করেই তিনি তাঁর সহকর্মীরা বলেন,ও পদে বসে নির্দেশ দেয় না, নিজে মাঠে নেমে কাজ করে।

সমাজসেবার আসল মুখ ঃ মানুষের দোরগোড়ায় প্রসেনজিৎ

প্রসেনজিৎ এর প্রকৃত পরিচয় তাঁর সমাজসেবায়। রাজনীতির বাইরেও তাঁর কাজের বিস্তৃতি এতটাই বড় যে অনেকেই তাঁকে 'জনসেবার কারিগর' বলে ডাকেন।

স্বাস্থ্য পরিষেবা ঃ চোখে আলো ফেরানোর লড়াই

স্বাস্থ্য মানুষের সবচেয়ে বড় সম্পদ। কিন্তু গ্রামের বহু মানুষ অর্থের অভাবে চিকিৎসা করাতে পারেন না।এই বাস্তবতা বুঝেই প্রতি বছর তিনি আয়োজন করেন-

বিনামূল্যে চক্ষু পরীক্ষা শিবির

ছানি অপারেশন

বিনামূল্যে চশমা বিতরণ

গড়ে প্রায় ৩০০ জন মানুষ এই পরিষেবা পান।শুধু তাই নয়, নিয়মিত রক্তদান শিবির ও স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবিরের আয়োজন করে থাকেন। তাঁর উদ্যোগে বহু মানুষ নতুন জীবন পেয়েছেন।এক প্রবীণ বাসিন্দার কথায়,চোখে আলো ফিরেছে ওর জন্য। ও না থাকলে হয়তো অন্ধই হয়ে যেতাম।

শিক্ষার আলো ছড়িয়ে দেওয়া

প্রসেনজিৎ বিশ্বাস করেন-শিক্ষা ছাড়া সমাজের উন্নয়ন অসম্ভব।দুঃস্থ ছাত্রছাত্রীদের বই, খাতা, ফি, টিউশন খ রচ-সবকিছুর দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নেন তিনি। অনেক ছাত্র আজ কলেজে পড়ছে তাঁর সহযোগিতায়।কারও বাবা দিনমজুর, কারও মা গৃহকর্মী-এমন বহু পরিবারের সন্তানের পড়াশোনার স্বপ্ন বাঁচিয়ে রেখেছেন তিনি।তিনি বলেন, একটা ছেলের হাতে বই তুলে দিতে পারলে সেটাই আমার সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি।

উৎসব মানেই সবার মুখে হাসি

দুর্গাপূজা, ঈদ, শীত-প্রতিটি সময়েই তিনি মনে করেন আনন্দ ভাগ করে নিলে তবেই উৎসব পূর্ণতা পায়।প্রতি বছর প্রায় ৫০০০ মানুষের হাতে তুলে দেন-

নতুন পোশাক

খাদ্যসামগ্রী

কম্বল

শীতবস্ত্র

উৎসবের সময় মহদিপুর যেন এক অন্যরকম চেহারা নেয়। শিশুদের মুখে হাসি, বৃদ্ধদের আশীর্বাদ- এই দৃশ্যই তাঁর পরিশ্রমের প্রাপ্তি।

কন্যাদান থেকে শ্রমিক কল্যাণ-মানবিকতার বিস্তার

অসহায় পরিবারের মেয়ের বিয়েতে আর্থিক সহায়তা, পরিযায়ী শ্রমিকের দুর্ঘটনায় পাশে দাঁড়ানো-এসব কাজের কোনও প্রচার নেই, নেই শোরগোল। নিঃশব্দে সাহায্য করাই তাঁর স্বভাব।

অনেক পরিবার আজও বলেন-সবাই যখ ন মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল,তখন প্রসেনজিৎ ছিল।

সংগঠনের পর সংগঠনে নেতৃত্ব

শুধু রাজনৈতিক ক্ষেত্রেই নয়, বিভিন্ন সামাজিক ও ব্যবসায়িক সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত থেকে উন্নয়নের কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন তিনি।

গোল্ডেন ক্লাবের সম্পাদক

সি অ্যান্ড এফ এজেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি

এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক

গৌড় ট্রাক ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক

মালদা মার্চেন্ট চেম্বার অফ কমার্সের সহ-সভাপতি

এই সংগঠনগুলির মাধ্যমে ব্যবসায়ী, শ্রমিক ও সাধারণ মানুষের সমস্যা সমাধানে সক্রিয় ভূমিকা নেন।

মানুষের নেতা,'ঘরের ছেলে'

অনেক নেতা আছেন যাদের কাছে পৌঁছনো কঠিন। কিন্তু প্রসেনজিৎ ঘোষ আলাদা।তাঁর ফোন সবসময় খোলা। রাত-বিরেতে কেউ সাহায্য চাইলে ছুটে যান।এই সহজলভ্যতাই তাঁকে আলাদা করে দিয়েছে।এক যুবকের কথায়,ও নেতা নয়, আমাদের পরিবারের লোক।

বিনম্রতা-তাঁর সবচেয়ে বড় শক্তি

এত কাজের পরেও তাঁর মধ্যে নেই অহংকার। তিনি সবসময় বলেন,আমি কিছুই একা করি না। মানুষের ভালোবাসাই আমাকে কাজ করতে শেখ ায়।বাবার আদর্শই তাঁর পথচলার মূল শক্তি। তিনি মনে করেন, যতদিন বাঁচবেন, মানুষের পাশে থাকবেন।

এক আলোকবর্তিকার গল্প

গত এক দশকে প্রসেনজিৎ ঘোষ কেবল একজন রাজনৈতিক কর্মী নন, হয়ে উঠেছেন এক সামাজিক আন্দোলনের প্রতীক। তাঁর কাজ প্রমাণ করে দিয়েছে-সৎ ইচ্ছা থাকলে একজন মানুষও বদলে দিতে পারেন একটি সমাজ।মালদার সামাজিক ও রাজনৈতিক মানচিত্রে আজ তিনি এক উজ্জ্বল নাম।একজন নেতা, একজন সংগঠক, একজন সমাজসেবক- সর্বোপরি একজন মানুষ।মহদিপুরের মাটি থেকে উঠে আসা এই যুবকের গল্প আমাদের শেখায়-ক্ষমতা নয়,মানুষের ভালোবাসাই সবচেয়ে বড় শক্তি।প্রসেনজিৎ ঘোষ তাই কেবল একটি নাম নয়,তিনি একটি বিশ্বাস, একটি ভরসা, একটি আলোর দিশা।

সম্পাদক ঃ মানস কুমার দাস ।। সংবাদ নয়া জামানার পক্ষে প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী মানস কুমার দাস কর্তৃক ১০৯,মেঘনাথ সাহা সরণী, নিউ ব্যারাকপুর,কলকাতা -৭০০১৩১ থেকে ডিজিটালি প্রকাশিত।